রাসুল(সাঃ)এর স্বপ্নে জান্নাত ও জাহান্নাম দর্শন

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু
বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ "রাসুল(সাঃ)এর স্বপ্নে জান্নাত ও জাহান্নাম দর্শন"।

স্বপ্নের জান্নাত
জান্নাতের কিছু বর্ননাঃ
''জান্নাত"
...
১. জান্নাতের ১০০টি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আসমান-জমিনের সমান ব্যবধান বর্তমান। ফিরদাওস হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু স্তরের জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং এর উপরেই (আল্লাহ তাআলার) আরশ স্থাপিত। নবী (সাঃ) বলেছেন, ''তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করার সময় ফিরদাওসের প্রার্থনা করবে।'' (তিরমিজি ২৫৩১)
.
২. জান্নাতে রয়েছে নির্মল পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং মদের সমুদ্র। এগুলো থেকে আরো ঝর্ণা বা নদী-

সমূহ প্রবাহিত হবে। (তিরমিজি ২৫৭১) জান্নাতের এই মদে জ্ঞান শূন্য হয় না, কোনো মাথা ব্যথায়ও ধরে না। (সূরা আল-ওয়াকিআ ১৯)

.

৩. জান্নাতবাসীনী কোনো নারী যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি দেয়, তবে গোটা জগত আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী স্থান সুগন্ধিতে মোহিত হয়ে যাবে। তাদের মাথার ওড়নাও গোটা দুনিয়া ও তার সম্পদরাশি থেকে উত্তম। (বুখারী ৬৫৬৮)

.

৪. জান্নাতে কারো ধনুক অথবা কারো পা রাখার স্থান দুনিয়া ও তাতে যা আছে, তা থেকেও উত্তম। (বুখারী ৬৫৬৮)

.

৫. জান্নাতের একটি গাছের নিচের ছায়ায় কোনো সওয়ারী যদি ১০০ বছরও সওয়ার করে, তবুও তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (বুখারী ৬৫৫২)

.

৬. জান্নাতে মুক্তা দিয়ে তৈরি ৬০ মাইল লম্বা একটি তাঁবু থাকবে। জান্নাতের পাত্র ও সামগ্রী হবে সোনা ও রূপার। (বুখারী ৪৮৭৯)

.

৭. সেখানে জান্নাতীগণের জন্য থাকবে প্রাসাদ আর প্রাসাদ। প্রাসাদের উপর নির্মিত থাকবে আরো প্রাসাদ। (সূরা আয-যুমার ২০)

.

৮. পূর্ণিমার চাঁদের মতো রূপ ধারণ করে জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। তারা কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তাদের প্রস্রাব-পায়খানা হবে না। তারা থুথু ফেলবে না। তাদের নাক দিয়ে ময়লা ঝড়বে না। তাদের চিরুনী হবে সোনার চিরুনী। তাদের ধুনীর জ্বালানী হবে আগরের। তাদের গায়ের গন্ধ হবে কস্তুরির মতো সুগন্ধি। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায়। তাদের শারীরিক গঠন হবে (আদী পিতা) আদাম (আঃ)-এর মতো (অর্থাৎ ৬০ হাত লম্বা)। (বুখারী ৩৩২৭)

.

৯. জান্নাতীদের খাবারগুলো ঢেকুর এবং মিশকঘ্রাণযুক্ত ঘর্ম দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। (মুসলিম ৭০৪৬)

.

১০. জান্নাতীরা সুখ-শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যে ডুবে থাকবে। হতাশা, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থাকবে না। পোশাক-পরিচ্ছেদ ময়লা হবে না, পুরাতন হবে না। তাদের যৌবনও নিঃশেষ হবে না। (তিরমিজি ২৫২৬)

.

১১. জান্নাতবাসীরা সব-সময় জীবিত থাকবে। কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। সব-সময় যুবক-যুবতি থাকবে, বৃদ্ধ হবে না। (মুসলিম ৭০৪৯)

.

১২. জান্নাতবাসীদের প্রতি আল্লাহ তাআলা বলবেন, ‘‘আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অবধারিত করবো। অতঃপর আমি আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবো না।’’ (বুখারী ৬৫৪৯)

.

১৩. জান্নাতের ইট স্বর্ণ ও রোপ্য দ্বারা তৈরি। কঙ্কর হলো মণিমুক্তা, আর মসল্লা হলো সুগন্ধীময় কস্তুরী। (তিরমিজি ২৫২৬)

.

১৪. জান্নাতের সকল গাছের কাণ্ড হবে সোনার। (তিরমিজি ২৫২৫)

.

১৫. জান্নাতের ১০০ স্তরের যেকোনো এক স্তরে সারা বিশ্বের সকল মানুষ একত্রিত হলেও তা যথেষ্ট হবে। (তিরমিজি)

.

১৬. জান্নাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ১০০ জন পুরুষের সমান যৌনশক্তি ও সঙ্গম ক্ষমতা প্রদান করা হবে। (তিরমিজি ২৫৩৬)

.

১৭. জান্নাতবাসীগণ লোম, গোঁফ ও দাড়িবিহীন হবে। তাদের চোক সুরমায়িত হবে। (তিরমিজি ২৫৪৫)

.

১৮. জান্নাতবাসী উট ও ঘোড়া চাইলে দু'টোই পাবে এবং তা ইচ্ছেমতো দ্রুত উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তাতে সেসব জিনিস পাবে, যা কিছু মন চাইবে এবং নয়ন জুড়াবে। (তিরমিজি)

.

১৯. জান্নাতে একটি বাজার থাকবে। প্রত্যেক জুমুআয় জান্নাতী লোকেরা এতে একত্রিত হবে। তারপর উত্তরদিকের বায়ু প্রবাহিত হয়ে সেখানকার ধুলাবালি তাদের মুখমণ্ডল ও পোশাক-পরিচ্ছদে গিয়ে লাগবে। এতে তাদের সৌন্দর্য এবং শরীরের রং আরো বেড়ে যাবে। তারপর তারা নিজের পরিবারের কাছে ফিরে আসবে। এসে দেখবে, তাদেরও শরীরের রং এবং সৌন্দর্য বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের পরিবারের লোকেরা বলবে, 'আল্লাহর শপথ! আমাদের নিকট হতে যাবার পর তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।' উত্তরে তারাও বলবে, 'আল্লাহর শপথ! তোমাদের শরীরের সৌন্দর্য তোমাদের নিকট থেকে যাবার পর বহুগুণে বেড়ে গেছে।' (মুসলিম ৭০৩৮)

.

২০. জান্নাতে একজন কৃষি কাজ করতে চাইবে। তারপর সে বীজ বপণ করবে এবং চোখের পলকে অঙ্কুরিত হবে, পোক্ত হবে এবং ফসল কাটা হবে। এমনকি পাহাড় পরিমাণ স্তুপ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, ''হে আদাম সন্তান! এগুলো নিয়ে যাও, কোনো কিছুই তোমাকে তৃপ্তি দেয় না!'' (বুখারী ২৩৪৮)

.

২১. জান্নাতে এমন সব নিয়ামত প্রস্তুত রয়েছে, যা কখনো কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো অন্তর কল্পনাও করেনি। (বুখারী ৩২৪৪)

.

২২. আল্লাহ তাআলা হিজাব বা পর্দা তোলে ফেলবেন, তখন জান্নাতবাসীরা আল্লাহর দিদার বা দর্শন লাভ করবে। আল্লাহর দর্শন লাভ ও তার দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে অধিকতর প্রিয় কোনো বস্তুই এ যাবৎ তাদেরকে প্রদান করা হয়নি। (মুসলিম ৩৩৮)

.

আল্লাহ তাআলা বলেন, وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ‘‘আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমান-সমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকীদের (আল্লাহ-ভীরুদের) জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।’’ (সূরা আলি-‘ইমরান ১৩৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা গোলামি করে উনার দয়া তে সব মুসলিম ভাই ও বোন জান্নাত পেতে পারি। এতে আমাদের জীবনের সার্থকতা পারে সেই তাওফীক যাতে আমরা পাই।

ওমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহুম্মা আমিন।

রাসুল সা. এর স্বপ্নে জাহান্নামের চিত্র

ডিসেম্বর ০৯, ২০১৭ ৯:৪০ পূর্বাহ্ণ

4Shares

Share

Tweet

clickherehttp://www.morningbrightness.fi/

আবু আখতার : সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, **রাসুলুল্লাহ সা.** ফজরের সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন তোমাদের কেউ গত রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? (বর্ণনাকারী) বলেন, কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তা বর্ণনা করতেন।

তিনি তখন আল্লাহর মর্জি মোতাবেক স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতেন। একদিন আমাদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছ? আমরা বললাম, জী না। রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, গত রাতে আমি দেখলাম, দুইজন লোক এসে আমার দুই হাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চলল।

হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া হাতে দাঁড়িয়ে। দাঁড়ানো ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তির এক পাশের চোয়ালটা এমনভাবে আঁকড়াবিদ্ধ করছিল যে, তা চোয়াল বিদীর্ণ করে মাথার পেছনের দিক পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। অতঃপর অপর চোয়ালটিও আগের মতো বিদীর্ণ করল। ততক্ষণে প্রথম চোয়ালটা জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আঁকড়াধারী ব্যক্তি ফের সেরূপ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কী হচ্ছে? সাথীদ্বয় বললেন, (পরে বলা হবে) চলুন।

আমরা চলতে চলতে চিত হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলাম, তার মাথার কাছে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত

পাথর দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে তা তুলে নিয়ে শায়িত ব্যক্তির কাছে ফিরে আসার আগেই বিচূর্ণ মাথা আগের মতো জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে ফের মাথার ওপর পাথর নিক্ষেপ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি কে? তারা বললেন, চলুন।

আমরা অগ্রসর হয়ে তন্দুরের মতো এক গর্তের কাছে উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ ও নিচের অংশ প্রশস্ত এবং এর তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্তের মুখের নিকটবর্তী হলে সেখানের লোকগুলোও উপরে চলে আসে যেন তারা গর্ত থেকে বের হয়ে যাবে। আগুন ক্ষীণ হয়ে গেলে তারাও (তলদেশে) ফিরে যায়। গর্তের মধ্যে বহুসংখ্যক উলঙ্গ নারী-পুরুষ ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, চলুন।

আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত প্রবাহিত নদীর কাছে হাজির হলাম। নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল। নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি যার সামনে ছিল পাথর।

নদীর মাঝখানের লোকটি নদী থেকে বের হয়ে আসার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাঁড়ানো লোকটি সে ব্যক্তির মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করছিল, এতে সে পূর্বস্থানে ফিরে যাচ্ছিল। এমনভাবে যতবার সে তীরে উঠে আসতে চেষ্টা করে, ততবার সে ব্যক্তি তার মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে। আমি জানতে চাইলাম, এ ঘটনার কারণ কী? তারা বললেন, চলতে থাকুন।

আমরা চলতে চলতে একটি সবুজ বাগানে উপস্থিত হলাম। এতে একটি বড় গাছ ছিল। গাছটির গোড়ায় এক বৃদ্ধ ও বেশকিছু বালক-বালিকা ছিল। হঠাৎ দেখি, গাছটির সন্নিকটে এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাচ্ছে। সাথীদ্বয় আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে এমন একটি বাড়িতে প্রবেশ করলেন যার চেয়ে সুদৃশ্য বাড়ি এর আগে কখনও দেখিনি। বাড়িতে বহু সংখ্যক বৃদ্ধ, যুবক, নারী এবং বালক-বালিকা ছিল।

অতঃপর তারা আমাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে গাছের আরও উপরে আরোহণ করে অপর একটি বাড়িতে প্রবেশ করালেন। এটা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য ও মনোরম। বাড়িটিতে ছিল কিছু বৃদ্ধ ও যুবক। আমি বললাম, আজ রাতে আপনারা আমাকে (বহুদূর পর্যন্ত) ভ্রমণ করালেন। এবার বলুন যা দেখলাম তার তাৎপর্য কী?

তারা বললেন, না, আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন সে মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কথা বলে বেড়াত, তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূর-দূরান্তে পৌঁছে যেত। কেয়ামত পর্যন্ত তার সঙ্গে এ ব্যবহার করা হবে।

আপনি যার মাথা চূর্ণ করতে দেখলেন, সে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কোরআনের শিক্ষা দান করেছিলেন; কিন্তু রাতের বেলায় সে কোরআন থেকে বিরত হয়ে নিদ্রা যেত এবং দিনের বেলায় কোরআন অনুযায়ী আমল করত না। তার সঙ্গে কেয়ামত পর্যন্ত এরূপই করা হবে।

গর্তের মধ্যে যাদের আপনি দেখলেন, তারা ব্যভিচারী। (রক্ত প্রবাহিত) নদীতে আপনি যাকে দেখলেন, সে সুদখোর।

গাছের গোড়ায় যে বৃদ্ধ ছিলেন তিনি ইবরাহিম আ. এবং তার চারপাশের বালক-বালিকারা মানুষের সন্তান।

যিনি আগুন জ্বালাচ্ছিলেন তিনি হলেন জাহান্নামের খাজিন-মালিক নামক ফেরেশতা।

প্রথম যে বাড়িতে আপনি প্রবেশ করলেন তা সাধারণ মোমিনদের বাসস্থান। আর এ বাড়িটি হলো শহীদদের আবাস।

আমি (হলাম) জিবরাঈল আর ইনি হলেন মিকাঈল। (এরপর জিবরাঈল আমাকে বললেন) আপনার মাথা ওপরে ওঠান। আমি উঠিয়ে মেঘমালার মতো কিছু দেখলাম। তারা বললেন, এটাই হলো আপনার আবাসস্থল।

আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন আমি আমার আবাসস্থলে প্রবেশ করি। তারা বললেন, এখনও আপনার আয়ু কিছু সময়ের জন্য রয়ে গেছে, যা এখনও পূর্ণ হয়নি। অবশিষ্ট সময় পূর্ণ হলে অবশ্যই আপনি স্বীয় আবাসে চলে আসবেন। [সহি বুখারি : ১৩৮৬]

সূত্র : আলোকিত বাংলাদেশ

রিয়াদুস সালেহিন

১৫৪৭ঃ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব(রাঃ)থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ(সাঃ)প্রায়ই তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞেস করতেন তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দর্শন করেছো কি। যাকে আল্লাহ তাওফিক দিতেন, তিনি তাঁর কাছে তার স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতেন। একদিন সকালে তিনি আমাদের বললেনঃ আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দুইজন আগন্তক এসেছিল। তারা আমাকে বলল আমাদের সাথে চলুন। আমি তাদের সাথে গেলাম।আমরা এমন এক লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম যে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে। অপর এক ব্যক্তি পাথর নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে পাথর দিয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তির মাথায় আঘাত করছে এবং তা থেতলিয়ে দিচ্ছে। যখন সে পাথর নিক্ষেপ করছে তখন তা গড়িয়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। ব্যক্তিটি গিয়ে পাথরটি পুণরায় তুলে নিচ্ছে এবং তা নিয়ে ফিরে আসার সাথে সাথেই ব্যক্তিটির মাথা পুণরায় পূর্বের মত ভালো হয়ে যাচ্ছে। সে আবার ব্যক্তিটির কাছে ফিরে আসছে এবং পূর্বের মত শাস্তি দিচ্ছে।তিনি বলেন, আমি আমার সাথী দু'জনকে জিজ্ঞেস করলাম, সুবাহানাল্লাহ! এরা কারা? তারা আমাকে বলল সামনে অগ্রসর হোন! সামনে অগ্রসর হোন! সুতরাং আমরা সামনে অগ্রসর হলাম। আমরা এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌছলাম। সে ঘাড় বাকা করে শুয়ে আছে। অপর ব্যক্তি তার কাছে লোহার আকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তার চেহারার একদিক হতে তার মাথা, নাক ও

চোখকে ঘাড় পর্যন্ত একদিক হতে চিড়ে ফেলেছে। পুণরায় তার মুখমণ্ডলের অপর দিক দিয়েও প্রথম দিকের মত মাথা নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত চিরছে।চেহারার দ্বিতীয় পার্শ্বের চেরা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রথম পার্শ্ব পূর্ববৎ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় লোকটি এপাশে এসে আবার আগের মত চিরছে।রাসুলুল্লাহ(সাঃ)বলেনঃ আমি বললাম সুবাহানাল্লাহ এরা কারা? তারা উভয়ে আমাকে বলল, সামনে অগ্রসর হোন। আমরা অগ্রসর হলাম এবং চুলার মত একটা গর্তের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। হাদীসের রাবী(বর্ণনাকারী)বলেন, "আমার ধারণা, তিনি বলেছেন, গর্তের ভিতর জোরে চিৎকার ও শোরগোল হচ্ছিল।" আমরা উঁকি দিয়ে দেখলাম, অনেক উলঙ্গ নারী-পুরুষ সেখানে রয়েছে। তাদের নীচ হতে আগুনের লেলিহান শিখা উঠছে। যখন তা তাদেরকে বেষ্টন করে ধরছে তখন তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? তখন তারা আমাকে বলল, সামনে অগ্রসর হোন, সামনে অগ্রসর হোন। আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে একটি ঝর্ণায় পৌঁছলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, এর পানির রঙ ছিল রক্তের মত লাল। ঝর্ণার মধ্যে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। অন্য ব্যক্তি ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার কাছে অনেক পাথর স্তুপ করে রেখেছে। সন্তরণকারী যখন সাঁতার কাটতে কাটতে কিনারের ব্যক্তির কাছে আগমন করছে; সে তার মুখের উপর এমন এক পাথর ছুঁড়ছে যার আঘাতে তার মুখ চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সে আবার সাঁতরাতে আরম্ভ করছে।

এভাবে সাঁতরাতে সাঁতরাতে যখনই সে ঝর্ণার কিনারায় পৌঁছে, তখনই ঐ ব্যক্তি পাথর ছুঁড়ে তার মুখ গুড়িয়ে দিচ্ছে। আমি সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম এরা কারা? তারা আমাকে বলল, সামনে অগ্রসর হোন! সামনে অগ্রসর হোন!! আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে কুৎসিত দর্শন ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। তার মত কদাকার চেহারার ব্যক্তি খুব একটা দেখা যায় না।

তার সামনে রয়েছে জ্বলন্ত আগুন। সে তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তারা বললঃ সামনে চলুন, সামনে চলুন। আমরা সেখান হতে সামনে এগিয়ে একটা সবুজ শ্যামল বাগানে পৌঁছলাম। সব প্রকার বসন্তকালীন ফলে বাগানটি সুসজ্জিত। বাগানের মাঝখানে একটি দীর্ঘকায় লোক দেখতে পেলাম। দেহের উচ্চতার জন্য তার মাথা যেন অবলোকন করতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল তার মাথা আসমানের সাথে ঠেকে গেছে। তার চারপাশে অনেক ছোট ছোট শিশু যাদেরকে আমি কখনো অবলোকন করিনি। আমি সাথীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? এবং এ শিশুরা কারা?

সাথীদ্বয় আমাকে বলল, সামনে অগ্রসর হোন, সামনে অগ্রসর হোন। আমরা সেখান হতে এগিয়ে একটা বিরাট বৃক্ষের কাছে পৌঁছলাম। এর চেয়ে বড় এবং সুন্দর গাছ ইতোপূর্বে আমি কখনো দেখিনি। তারা আমাকে গাছে উঠতে বলল। গাছ বেয়ে আমরা সবাই এমন একটি শহরে পৌঁছলাম

যা সোনা এবং রূপার ইট দিয়ে তৈরী। আমরা নগরীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দ্বার খুলতে বললে, আমাদের জন্যে তা খুলে দেয়া হল। আমরা প্রবেশ করলে সেখানে এমন কতক ব্যক্তি আমাদের সাথে দেখা করলো যাদের দেহের অর্ধেক এত সুন্দর এবং অর্ধেক এত কুৎসিত তুমি খুব কমই দেখতে পাবে। আমার সাথীদ্বয় তাদেরকে বলল, যাও, এইঝর্ণার মধ্যে নাম। এখানে বাগানের মাঝ দিয়ে একটি ঝর্ণা ছিল। তার পানি ছিল খুবই স্বচ্ছ। তারা গিয়ে ঐ ঝর্ণায় অবতরণ করল। এরপর উঠে আমাদের কাছে আসল। তখন তাদের দেহের কদাকার অংশ আর অবশিষ্ট নেই। সম্পূর্ণ দেহ সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে গিয়েছে। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেনঃ সাথীদ্বয় আমাকে বলল, এটা 'আদন' নামক বেহেশত। আর এটাই আপনার বাসস্থান। আমি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে সাদা মেঘের মত ধবধবে একটি বালাখানা দেখতে পেলাম। সাথীদ্বয় বলল, এটা আপনার ভবন। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাদের অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন। আমাকে একটু ভিতরে গিয়ে দেখতে দাও। তারা বলল, এখন আপনি প্রবেশ করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ ওখানে আপনিই গমণ করবেন। আমি তাদেরকে বললামঃ আমি আজ রাতে অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় অবলোকন করলাম। এসব কী অবলোকন করলাম? তারা বলল, আমরা এগুলো সম্পর্কে অবশ্যই আপনাকে অবহিত করব। প্রথমে যে ব্যক্তির কাছ দিয়ে আপনি এসেছেন, যার মাথা প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে, সে এমন এক ব্যক্তি যে কুরআন হেফজ করে তা পরিত্যাগ করে এবং ফরজ সালাত

আদায় না করেই ঘুমিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কাছ দিয়ে আপনি এসেছেন, যার মাথা, নাক ও চোখ ঘাড় পর্যন্ত লোহার আঁকড়া দিয়ে

চিরে দেয়া হচ্ছে, সে সকাল বেলা ঘর হতে বের হয়েই এমন সব মিথ্যা কথা বলত যা সাধারণ্যে ব্যপকভাবে ছড়িয়ে পড়ত। তৃতীয় সে সব উলংগ নারী-পুরুষ আগুনের গর্তের মধ্যে অবলোকন করেছেন, তারা হল ব্যভিচারী নারী-পুরুষ। চতুর্থ, যে ব্যক্তিকে ঝর্ণার মধ্যে সাঁতার কাটতে দেখেছেন এবং যার মুখে প্রস্তরাঘাত করা হচ্ছে, সে ছিল সুদখোর। পঞ্চম, যে কদাকার ব্যক্তিকে আগুন জ্বালাতে এবং তার চারপাশে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় দেখেছেন; সে হল দোজখের দারোগা মালেক। ষষ্ঠ বাগানের মধ্যকার দীর্ঘাঙ্গী ব্যক্তি হলো হযরত ইব্রাহীম(আঃ) আর তার চতুশপার্শ্বের শিশুরা হলো যারা ফিতরাত বা সত্য

দ্বীনের উপর জন্মেছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে। হাদীসের বারী বলেন, কোন একজন মুসলিম জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসুলুল্লাহ(সাঃ)! মুশরিক শিশুদের কি অবস্থা হবে। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বললেনঃ তাদের মধ্যে মুশরিক শিশুদের সন্তানরাও রয়েছে। সপ্তম, অর্ধেক কুৎসিত ও অর্ধেক সুশ্রী দেহের যে ব্যক্তিদেরকে দেখেছেন, তারা ভাল-মন্দ উভয় ধরণের কাজের সংমিশ্রণ করে ফেলেছিল আল্লাহ তাদের এ অপরাধ মাফ করে দিলেন।(বুখারী হাদীস, ১৩৮৬,৭০৪)

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ আজ রাত্রে আমার নিকট দু'ব্যক্তি এসে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। এরপর তিনি উপরে বর্ণিত ঘটনা বললেন, আমরা রওনা হয়ে চুলার মত একটি গর্তের নিকট পৌঁছলাম। এর উপরের দিকটা সংকীর্ণ এবং নীচের দিকটা প্রশস্ত ছিল এবং এর মধ্যে আগুন জ্বলছিল। লালিহান শিখা সজোরে উপরের দিকে আসার সাথে সাথে ভিতরের লোকগুলোও উপরে চলে আস্ত, এমনকি তাদের গর্তে মুখ দিয়ে বের হওয়ার উপক্রম হত। অগ্নি শিখার তেজ কমে গেলে তারা আবার নীচে নিক্ষিপ্ত হতো। এখানকার শাস্তি প্রাপ্ত নর-নারী সবাই উলঙ্গ।

হাদীসের পরবর্তী বর্ণনাঃ এরপর আমরা রক্তে পরিপূর্ণ একটি ঝর্ণার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। ঝর্ণার মাঝখানে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং কূলেও একজন। তার সামনে কতগুলো পাথর রয়েছে। ঝর্ণার মাঝখানের ব্যক্তি সামনে এগিয়ে এসে যখনই ঝর্ণা থেকে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই কিনারার ব্যক্তি তার মুখের উপর পাথর মেরে তার স্বস্থানে ফিরিয়ে নিচ্ছে। এভেবে যখনই সে উঠার চেষ্টা করছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখের উপর পাথর মেরে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে এবং সে স্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এতে আরো আছেঃ আমার দু'সাথী আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠলো। তারা আমাকে একটি অতি সুন্দর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করালো, যার থেকে সুন্দর ঘর ইতিপূর্বে আমি আর কখনো দেখিনি। এর মধ্যে যুবক বৃদ্ধ উভয় প্রকারের লোক রয়েছে। এতে আরো আছেঃ

যার মস্তক থেকে ঘাড় পর্যন্ত চিরতে আপনি দেখেছেন। সে ছিল মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা বলতো আর সেগুলো বর্ণনা করা হতো এবং এভাবে তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তো। আর এ শাস্তি কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ঐ বর্ণনায় আরো আছেঃ যে ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে আপনি দেখেছেন আল্লাহ তাকে কুরআনের শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য দান করছিলেন। কিন্তু সে তা রেখে রাত্রে শুধু ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করতো না। তাকেও এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে।

আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রবেশ করেছিলেন তা সাধারণ মুমিনদের বাসস্থান। আর এ ঘরট শহীদদের বাসস্থান। আমি হলাম জীব্রাঈল এবং উনি হলেন মিকাঈল(আঃ)। আপনি আপনার মাথা উপরের দিকে তুলুন। আমি মাথা উপরের দিকে তুলে আমার মাথার উপরে মেঘের মত কিছু দেখতে পেলাম। তারা উভয়ে বললো, এটা আপনার বাসস্থান। আমি বললাম আমাকে একটু আমার ঘরে প্রবেশ করতে দাও। তারা বললো, আপনার হায়াত(জীবনকাল) এখনও অবশিষ্ট আছে যা আপনি পূর্ণ করেননি। যদি আপনার জীবনকাল পূর্ণ করে থাকতেন তাহলে আপনি এ প্রাসাদে প্রবেশ করতে পারতেন।

.....